তারিখ ... 16 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

খবর প্রকাশের পর

তারাগঞ্জে দুর্নীতির দায়ে শিক্ষাকর্তা স্টান্ড রিলিজ

প্রতিনিধি, তারাগঞ্জ (রংপুর)

রংপুর তারাগঞ্জ উপজেলায় এক কর্মকর্তার কার্যকালীন সময়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত গত বুধবার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম। বর্তমান শিক্ষা কর্মকর্তা রমিতা ইসলাম, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা কাব্য শ্রী পাল ও উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের সময়ে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রয়াস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম। তিনি সাংবাদিকে জানান, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগম কার্য্যকালীন সময়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত সংবাদের জের ধরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে ওই কর্মকর্তাকে বদলি করছে। কিন্তু তৎ কালীন সময়ের তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত রিপর্টে সন্দেহ দেখা দেয়ায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। জানা গেছে, রংপুর তারাগঞ্জ উপজেলার ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগমের কর্য্যকালীন সময়ে বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় খবর প্রকাশ হলে প্রাকাশিত খবর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, রংপুর বিভাগিয় পরিচালক, রংপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দৃষ্টি গোচর হওয়ায় একটি তদন্ত টিম গঠন করে। কর্মকর্তার অনিয়ম দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করলে ওই উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে স্টান্ড রিলিজ করে। অবশেষে কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলায় সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানের নির্দেশ দেন। বর্তমান তিনি পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় শিক্ষা কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত আছেন। তারাগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রমিতা ইসলাম দৈনিক সংবাদকে জানান, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগমের কর্য্যকালীন সময়ে বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় খবর প্রাকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদের জেরধরে একটি তদন্ত টিম ওই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করে। তদন্ত প্রতিবেদনটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সন্দেহ দেখা দেয়ায় আবারও পূর্ণ তদন্ত প্রসঙ্গে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা উক্ত অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত গত বুধবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। তদন্তের সময়ে ওই প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মচারি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকাগণ বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগের কথা উল্লেখ করে এবং ওই কর্মকর্তা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অফিস ফাঁকিসহ বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম দুর্নীতি করছে, এতে করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকা হয়রানির শিকার হয়েছে। বিধায় ওই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনিয়ম দুর্নীতি তদন্ত করে সত্যতা পেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তাকে মিনারা বেগমকে স্টান্ড রিলিজ করে। তারাগঞ্জ উপজেলার কার্যকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগম তারাগঞ্জ উপজেলায় যোগদানের পর থেকে তিনি বিভিন্ন অনিয়মের পয়শা নিরহ শিক্ষক, শিক্ষিকাদের নানাভাবে হয়রানিসহ অনিয়মত অফিস করছেন। অফিস না করে নীলফামাড়ির বাসায় থেকে জেলা অফিসে মিটিংয়ের কথা বলে অফিস ফাঁকি দিতেন। পরের দিন সকালে অফিস এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন তুলেন। স্কুলগুলো নিয়মিত পরিদর্শন না করায় তার সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পড়ালেখার মান অগ্রগতি হয়নি। তাছাড়া ও তারাগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন স্কুল নিবন্ধন নামে ও শিক্ষক, শিক্ষিকা বদলি বাণিজ্যে দালালদের মাধ্যমে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগে ১০/০১/২০১৭ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় দেশের পাতায় তারাগঞ্জ প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে দুর্নীতির আখড়া শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। এবং ২৭/০১/২০১৭ইং দৈনিক সংবাদ প্রত্রিকায় দেশের পাতায় তারাগঞ্জে শিক্ষা কর্তার বিরুদ্ধে নিবন্ধন বদলি বাণিজ্যের অভিযোগ ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ ওই কর্মকর্তার নামে খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত খবর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, রংপুর বিভাগিয় পরিচালক, রংপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দৃষ্টি গোচর হলে তদন্ত করে সত্যতা পেয়ে ওই ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগমকে স্টান্ড রিলিজ করে অবশেষে কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলায় সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানের নির্দেশ দেন। ওই ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিনারা বেগম তারাগঞ্জ উপজেলার মালিকানাধীন কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়গুলো নিবন্ধনের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। বিধায় ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জাতীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় দুর্নীতি অনিয়ম ও অফিস ফাঁকির বিষয়ে পৃথক পৃথক দুই-তিনটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। একজন সরকারি কর্মকর্তা একটি কর্মস্থালে চাকরি করার পর বদলীর নিয়ম থাকলেও তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করে তারাগঞ্জে শিক্ষা অফিসে থাকার চেষ্টা করলে ও মেনেজ করতে পারেনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে। প্রকাশিত খবরে বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সরেজমিন তদন্ত করে সত্যতা পেয়ে ওই কর্মকর্তাকে স্টান্ড রিলিজ করে অবশেষে কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলায় সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান নির্দেশ দেন।